দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বিদ্যালয়ে খাবার পানি সংকট

বিদ্যালয় হইল পরিবারের বাইরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বিশেষত শিশুর পলিমাটির ন্যায় সরল-মৃদু মনোভূমে জীবন-জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের বীজ উপ্ত হয় তাহার পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে। তাই পরিবারের আবহ যেমন হইতে হইবে শিশুর জন্য আনন্দময়, তেমনি বিদ্যালয়ের পরিবেশ হইতে হইবে শিশুমন বিকাশের অনুকূল; কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে তাহার শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় চত্বর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। বিদেশে শিশুদের শ্রেণিকক্ষগুলি হয় নানান বর্ণে বর্ণিল, কক্ষের দেওয়ালগুলি থাকে নানান সৃজনশীল উপাদানে ভরপুর। আমাদের শহরাঞ্চলে যদিবা খানিক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা থাকে; কিন্তু সেইসব বিদ্যালয়ে হয়তো কোনো মাঠই নাই। শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতির কথা না হয় নাই বলিলাম, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বিশ্বমানের নিকটবর্তী সুযোগ-সুবিধাই অনুপস্থিত; কিন্তু মৌলিক চাহিদাও যদি পূরণ না হইয়া থাকে, তবে তাহা সবিশেষ দুঃখের।

মুরাদনগর উপজেলার ৪৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৯০টিতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নাই। ইহার ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ের প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষার্থী নিরুপায় হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর পানি পান করিতেছে। উপজেলায় ২০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫৭টি কিন্ডারগার্টেন, ৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৬টি মাদ্রাসা ও ১২টি কলেজ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫৭টি কিন্ডারগার্টেন, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫টি মাদ্রাসা ও আটটি কলেজের ব্যবহার্য পানির ব্যবস্থা থাকিলেও প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নাই বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উপজেলা সূত্রে জানা গিয়াছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে পিইডিপি-৩ প্রকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ বিশুদ্ধ পানির গভীর নলকূপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে এলজিইডির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন করা হইয়াছে; কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদন হইতে জানা গিয়াছে, বরাদ্দকৃত নলকূপগুলিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেইগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া নলকূপ স্থাপনের সময় প্রচুর পরিমাণে গোবর ব্যবহারের ফলে পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ফলে তাহা ব্যবহার-অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

সরবরাহকৃত নলকূপ যদি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে তবে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। তদন্তসাপেক্ষে উহার সহিত জড়িত ব্যক্তিবর্গের শাস্তি হওয়া উচিত; কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ পানি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে, তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। আবার কবে সরকার নলকূপ সরবরাহ করিবে, তাহার আশায় বসিয়া থাকা চলে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি রহিয়াছে। তাহাদের কাজই হইল বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমুন্নত রাখা ও বিদ্যালয়ের মৌলিক চাহিদাগুলি যথাসম্ভব পূরণ করা। সুতরাং যেইসকল বিদ্যালয়ে নলকূপগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ব্যবস্থাপনা কমিটির উচিত বিদ্যালয়ের নিজ খরচে কিংবা এলাকার সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছল মানুষের নিকট হইতে অনুদান লইয়া টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তা না করিতে পারিলে এইসকল ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা লইয়া আমাদের সন্দিহান হইতে হয়।